একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮ : মুভ ফাউন্ডেশন এর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

সুশাসন, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, শান্তি ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিষয়ে কাজ করা সংগঠন মুভ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা (নম্বরঃ ৩২)। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংস্থাটি দেশব্যাপী ৪৬ টি আসনে ১২১ জন পর্যবেক্ষক মোতায়েন করার অনুমতি লাভ করে। পরবর্তীতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য দাতাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় এবং সার্বিক নির্বাচনী পরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে মুভ ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম মহানগর, চাঁদপুর ও কিশোরগঞ্জ জেলার নির্ধারিত কিছু আসনে স্বল্পসংখ্যক পর্যবেক্ষক মোতায়েন করে। উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে মুভ ফাউন্ডেশন কওমি মাদরাসায় পড়ুয়া আলেমদেরকেও পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয় - যা একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

এটি অবিদিত নয় যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ একটি ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অনুমোদন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন, প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দক্ষ লোকবল বাছাই ও প্রশিক্ষণ প্রদান, পর্যবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত চেকলিস্ট ও গাইডলাইন তৈরি ও বিতরণ, নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করা, নির্বাচনোত্তর পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট সংগ্রহ করা এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে পর্যবেক্ষণের যাবতীয় কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বিষয়। তদুপরি একাদশ জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপট শেষ মুহূর্তে বদলে যাওয়ায় এবং বিশ্বরাজনীতির পরিবর্তিত নীতির প্রেক্ষিতে বৈদেশিক অনুদান সীমিত হয়ে আসায় পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ করতে আর্থিকভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে - যার প্রভাব নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কাজে পড়েছে।

সেই প্রেক্ষিতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আগ্রহী উপযুক্ত সংস্থাগুলোকে সরকার, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য ও উপকরণ সরবরাহ এবং পর্যবেক্ষকদের যাতায়াতের সুব্যবস্থা করে বৈদেশিক অর্থ নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করতে পারে। পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি সার্বিক নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী এবং গণতন্ত্রকে সংহত করতে ভূমিকা রাখবে বলে মুভ ফাউন্ডেশন মনে করে। অন্যদিকে নির্ধারিত ছকে পর্যবেক্ষক সংস্থাসমূহকে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে তথ্য পূরণ করানোর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের জবাবদাহিতা নিশ্চিত করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই সাথে নির্বাচন কমিশন এবং পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর মধ্যকার যোগাযোগ বৃদ্ধি করাও জরুরি। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের এ ব্যাপারে আরো সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিকট অতীতে নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া সুপারিশমালা তারা খুব একটা আমলে নিয়েছে বা নিলে সে অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে - এর খুব বেশি দৃশ্যমান নজির নেই। গত ৩১ জুলাই ২০১৭ সালে নাগরিক সমাজের সাথে ইসির যে সংলাপ হয়েছিল, সেখানে মুভ ফাউন্ডেশন এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করে তুলতে ৮ দফা প্রস্তাবনা দাখিল করেছিলেন (উপস্থিত অন্যরাও কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন)। কিন্তু সেগুলোর অগ্রগতি বা কমিশন প্রদত্ত রোডম্যাপে উল্লেখিত বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন সম্পর্কে জনগণকে তেমন জানানো হয়নি। সেই সূত্র ধরে বলা যায়, নতুন কোনো সুপারিশ বা প্রস্তাবনা যুক্ত করা হলে, সেটিও হয়তোবা আগের মত ফাইল চাপা পড়ে থাকবে - যা শ্রম ও মেধার অপচয় মাত্র। তারপরেও দেশ ও গণতন্ত্রের বৃহত্তর স্বার্থে মুভ ফাউন্ডেশন নির্বাচনি প্রক্রিয়ার কিছু অসঙ্গতি উল্লেখপূর্বক সেগুলো সমাধানের সুপারিশ করছে।

MOVE Foundation
H 37 (1st Floor), Suhrawardi Avenue, Baridhara, Dhaka-1212
+880 1730582839 info@move-foundation.com
move-foundation.com / move.found

পর্যবেক্ষণকৃত অসঙ্গতিসমূহ এবং মুভ ফাউন্ডেশন এর সুপারিশসমূহ

১ । E0-4 ফর্ম এর ছক পরিবর্তন

কমিশনের বিদ্যমান E0-4 ফর্ম পরিবর্তন করা আবশ্যক। দেশজুড়ে স্কুল কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে "কতটি ভোটকেন্দ্রে পানি ও টয়লেট সুবিধা ছিল না?"- সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয় (সূত্র: E0-4 ফর্ম; দ্বিতীয় খণ্ড, ১। ভোটকেন্দ্রের উপযুক্ততা এর ঘ)। পাশাপাশি "কতটি ভোটকেন্দ্র দোতলার উর্ধ্বে ভবনে স্থাপিত হইয়াছিল?" - সেটি কেন্দ্র নির্ধারণের সময় কমিশন সার্কুলার জারি করে নির্দিষ্ট করে দিতে পারে (সূত্র: E0-4 ফর্ম; দ্বিতীয় খণ্ড, ১। ভোটকেন্দ্রের উপযুক্ততা এর ক)। যেখানে 'ভোটার নম্বর' প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকার দরুণ যোগ্য ভোটারকে তার ভোট প্রদান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সেখানে এ ধরনের প্রশ্ন ও ছক অবান্তর।

২ । অনুমোদন প্রক্রিয়া অবহিতকরণে অসঙ্গতি

নির্বাচন কমিশনে প্রয়োজনীয় ও যোগাযোগের সব মাধ্যম থাকার পরেও যথাসময়ে পর্যবেক্ষক সংস্থাকে অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। ই-মেইল ঠিকানা দায়সারা ও ভুলভাবে টাইপ করে ই-মেইল পাঠানো—যা কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় পৌঁছায়নি—এবং পর্যবেক্ষক সংস্থা সেই ই-মেইল পেয়েছে কি না সেটি ফলোআপ করারও কোনো চেষ্টা করা হয়নি। সংস্থাগুলো নিজ উদ্যোগে দফায় দফায় কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে অনুমোদন প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। এ ধরনের অপেশাদার ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোকে জানানো আবশ্যক।

৩। প্রতিশ্রুত সময়ে পর্যবেক্ষক কার্ড প্রদানে ব্যর্থতা

পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠককালে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কমিশন সচিব বলেছিলেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্তত ৮ থেকে ১০ দিন আগে কমিশন অনুমোদিত পর্যবেক্ষকদের কার্ড প্রদান করার চেষ্টা করবে। কিন্তু পর্যবেক্ষক কার্ড পেতে নির্বাচনের আগের দিন (২৯ ডিসেম্বর ২০১৮) বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এটি কী কমিশনের অদক্ষতা, সদিচ্ছার অভাব, অক্ষমতার বহির্প্রকাশ নাকি পর্যবেক্ষকদের অবমূল্যায়নের প্রবণতা? ভবিষ্যতে এ বিশৃঙ্খলা এড়াতে ও কেন্দ্রীয়ভাবে কার্ড প্রদান করতে কমিশন বাড়তি লোকবল নিয়োগ করতে পারে।

৪। অনুমোদিত পর্যবেক্ষকদের কার্ড না-দেওয়া

কমিশনের সিলেকশনের পরেও অনুমোদিত পর্যবেক্ষকদের তালিকা হতে রিটার্নিং অফিসার অনেককে বাদ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যাখ্যা না দিয়ে বারংবার সময়ক্ষেপণ করেছেন। এ-ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্তৃপক্ষকে যে ভোগান্তি, সময় নষ্ট ও বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছে, তার দায় সম্পূর্ণ কমিশনের ওপর বর্তায়। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে কমিশনকে সচেষ্ট হতে হবে এবং রিটার্নিং অফিসারগণকে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসারগণ কমিশনের আদেশ-নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে কমিশন কী ব্যবস্থা নেয় বা নিয়েছে বা নিবে, সে সম্পর্কে জনগণকে জানানোর দায়বদ্ধতা কমিশনের আছে এবং তা জনসম্মুখে প্রকাশ করার সুপারিশ করছি।

MOVE Foundation
H 37 (1st Floor), Suhrawardi Avenue, Baridhara, Dhaka-1212
+880 1730582839 info@move-foundation.com
move-foundation.com / move.found

৫ । গভর্নিং বডির মনিটরিং অবাধ না-থাকা

পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠককালে ইসি সচিব বলেছিলেন যে, পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং এবং ব্যবস্থাপনার জন্য অন্ততপক্ষে সংশ্লিষ্ট সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অথবা গভর্নিং বডির জন্য আসন/এলাকা উন্মুক্ত করে দেবেন। কিন্তুর ঢাকার রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় তা করতে দেননি এবং এ ব্যাপারে কোনো কথা শুনতে চাননি। এর ফলে কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে কমিশনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করছি।

৬। ভোটগ্রহণকালে পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি অবাধ না-থাকা

ভোটগ্রহণকালে পর্যবেক্ষকদের অনেক কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে ঢাকা-১২ আসনের পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে। (সূত্র: ক. ১১২ নং কেন্দ্র, ইস্পাহানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ৩য় তলা স্কুল ভবন কেন্দ্র-১, নিউ ইস্কাটন রোড, রমনা, ঢাকা; খ. ১১৬ নং কেন্দ্র, মডার্ন চাইল্ড'স এডুকেয়ার, কেন্দ্র-১, পেয়ারাবাগ, মগবাজার, রমনা, ঢাকা)।

৭। ভোটগণনাকালে পর্যবেক্ষকদের উপস্থিত থাকতে বাধা প্রদান

পর্যবেক্ষকদের ভোট গণনার সময় অনেক কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে চাঁদপুর-৫ এবং ঢাকা-১২ আসনের পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে। (সূত্র: চাঁদপুর-৫ আসন, ক. ৩৭ নং কেন্দ্র, কালাচোঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালাচোঁ, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর; খ. ৩৮ নং কেন্দ্র, সপ্তগ্রাম বালিকা উচ্চবিদ্যালয়-০১, কাজীরগাঁও, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। ঢাকা-১২ আসন, ক. ১১২ নং কেন্দ্র, ইস্পাহানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ৩য় তলা স্কুল ভবন কেন্দ্র-১, নিউ ইস্কাটন রোড, রমনা, ঢাকা; খ. ১১৬ নং কেন্দ্র, মডার্ন চাইল্ড'স এডুকেয়ার, কেন্দ্র-১, পেয়ারাবাগ, মগবাজার, রমনা, ঢাকা)।

৮। গাড়ির স্টিকার না-দেওয়া

অনুমোদনপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকদের যাতায়াত সুবিধার জন্য গাড়ির স্টিকার দেওয়া নিয়েও যথেষ্ট বিড়ম্বনা ছিল। তদুপরি আসনভিত্তিক অনুমোদনপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকদের সমানুপাতে যে কয়টি গাড়ির স্টিকার দেওয়ার কথা, সেটি রিটার্নিং অফিসার দেননি; বরং কালক্ষেপণ ও হয়রানি করেছেন। নির্বাচনের আগের দিন সারা দিন বসিয়ে রেখে বিকেল তিনটার পরে যে কয়টি স্টিকার ইস্যু হয়, তা প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় অনেক কম ছিল। প্রশ্ন হলো, পর্যবেক্ষক সংস্থা তো কমিশন বা রিটার্নিং অফিসারের কাছে যাতায়াতের জন্য গাড়ি চায়নি, কেবল গাড়ি ব্যবহারের অনুমোদন চেয়েছে; যার খরচ নিজেরাই বহন করবে। এ ব্যাপারে কমিশনের সাথে যোগাযোগ করা হলে রিটার্নিং অফিসারের অফিসে স্টিকার দেওয়া আছে বলে জানানো হয়। আবার রিটার্নিং অফিসারের অফিস থেকে বলা হয় নির্বাচন কমিশন স্বল্পসংখ্যক স্টিকার ও কার্ড সরবরাহ করেছে। পরস্পর বিরোধী এ ধরনের বক্তব্য ও দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা পর্যবেক্ষণ কাজকে দুর্বিষহ করে তোলে।

রিটার্নিং অফিসারের অফিস থেকে নির্বাচনের আগের দিন বিকেল চারটায় ইস্যুকৃত গাড়ির স্টিকার কিভাবে পর্যবেক্ষকদের কাছে পৌঁছানো হবে, সেটি ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। আবার স্টিকারে রিটার্নিং অফিসারের 'স্বহস্তে' স্বাক্ষর করা নিয়েও

MOVE Foundation
H 37 (1st Floor), Suhrawardi Avenue, Baridhara, Dhaka-1212
+880 1730582839 info@move-foundation.com
move-foundation.com / move.found

বিড়ম্বনা ছিল। রিটার্নিং অফিসার প্রায়ই মিটিং অথবা নির্বাচনি কাজে কার্যালয়ের বাইরে থাকায় সময়মতো কাজ করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের কোনো ক্ষমতা না দিয়ে পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়েছে। কাজের বিকেন্দ্রীকরণ বা ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে এ বিড়ম্বনা ও সময়ক্ষেপণ সহজেই এড়ানো যায়। অদূর ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়াকে সহজ করতে কমিশনকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করছি।

অন্যদিকে কমিশনের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে প্রধান নির্বাচন পরিচালনাকারী (রিটার্নিং অফিসার) নিয়োগ দিয়ে কমিশনের আওতাধীন করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কমিশনের নন-ক্যাডার কর্মচারীদেরকে প্রশাসন ও পুলিশ ক্যাডারের কর্মচারীগণ তেমন গুরুত্ব দিতে চান না, যার প্রতিফলন এবার আরও সুস্পষ্ট ছিল। সরকারী চাকুরীতে মুভ প্রস্তাবিত 'স্বতন্ত্র নির্বাচন ক্যাডার' তৈরি করে সমতা আনা জরুরি, অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে কমিশন ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হতে পারে (সূত্রঃ ৩১ জুলাই ২০১৭ সালে সিভিল সোসাইটি এর সাথে অনুষ্ঠিত সংলাপে মুভ প্রেসিডেন্ট প্রস্তাবিত ৮ দফার ৬ নং দ্রষ্টব্য)।

৯। ভোটার ক্রমিক নম্বর প্রদানে অব্যবস্থাপনা

ভোট কেন্দ্রে বা বাইরে ভোটারদের ভোটার ক্রমিক নম্বর প্রদান বা দেখার কোন ব্যবস্থা কমিশন রাখেনি। অনলাইনে কমিশনের ওয়েবসাইটে ক্রমিক নম্বর খুঁজে বের করার যে ব্যবস্থা আছে, সেটিরও প্রচারণার তেমন কোন পদক্ষেপ কমিশন নেয়নি। কয়েকটি জায়গায় স্থানীয়ভাবে দলীয় কিছু কর্মী তাদের পছন্দের ভোটারকে বা বাসাবাড়িতে ভোটার স্লিপ বিতরণ করেছেন। আর ভোটের দিন অনেক জায়গায় সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদেরও কেন্দ্রের কাছাকাছি ক্যাম্প করার অনুমোদন দেওয়া হয়নি। অনেক জায়গায় ভোটাররা ভোটার আইডি কার্ড দেখিয়ে ভোট দিতে পারবেন বলে আশা করলেও সঙ্গত কারণে সেটি সম্ভব হয়নি।

এছাড়া একদিকে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে ভোটকেন্দ্র থেকে অনলাইনে ভোটার নম্বর খুঁজে বের করতে পোলিং ও প্রিজাইডিং অফিসাররা ভোটারদের অনুরোধ করেছেন—যা ভোটারদের সঙ্গে এক প্রকার প্রহসন বৈকি! ভোটার ক্রমিক নম্বর পেতে মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে সুযোগ থাকার কথা বলা হলেও সকালে এসএমএস পাঠিয়ে তার উত্তর পাওয়া গেছে সন্ধ্যায় ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর।

পদ্ধতিগত ত্রুটি ও অসঙ্গতি বিদ্যমান রেখে এবং ভোটারদের জন্য জনবিজ্ঞপ্তি ও তথ্য প্রচার না করে তাদের আশাভঙ্গ করা এবং আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ অব্যবস্থাপনা দেখিয়ে সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগে জনগণকে নিরাশ করা নির্বাচন কমিশনের মত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বেমানান। ভোটার নম্বর না পাওয়ার বিড়ম্বনা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে ভোট গ্রহণের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে এসএমএস এর মাধ্যমে অথবা অন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে স্থায়ী একটি সমাধান বের করতে কমিশনকে এখনই উদ্যোগী হতে হবে। সমাধান হিসেবে মুভ এর প্রস্তাব হচ্ছে: এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মতো পাবলিক পরীক্ষাগুলোর ফলাফল পরীক্ষার্থীরা যেভাবে অনলাইনে জানতে পারে, সেই প্রযুক্তি ব্যবহারে কমিশনের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

MOVE Foundation
H 37 (1st Floor), Suhrawardi Avenue, Baridhara, Dhaka-1212
+880 1730582839 info@move-foundation.com
move-foundation.com / move.found

১০। গণপরিবহন বন্ধ রাখা প্রসঙ্গে

অস্থায়ী এবং স্থানান্তরিত ভোটার অথবা এমন ভোটার যারা এক জায়গায় নিবন্ধিত কিন্তু একই শহরের দূরবর্তী স্থানে বসবাস করেন (যেমন, লালবাগ এলাকার ভোটার কিন্তু বসবাস উত্তরায়), তাদের ভোট প্রদানের সুবিধার্থে নির্বাচনের দিন ব্যাক্তিগত গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখলেও গণপরিবহন, যেমন বাস প্রভৃতি চালু থাকার বিষয়টি বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে

সাইফুল হক

প্রেসিডেন্ট, মুভ ফাউন্ডেশন

ফোন: ০১৭১১ ৩৭৬ ৫৫২; ৯৮৫-২৫১২ (অফিস)

ই-মেইল: saiful@move-foundation.com